REG. NO. C. 853

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গীপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবারে /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পত্রেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গীপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গীপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গীপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মণিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গীপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা আষাঢ় বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 16th June 1920. | ৩য় সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন্। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুধময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	॥৴০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা-পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুষং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম---"হিলিং", কলিকাতা।

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা আষাঢ় বুধবার, ১৩২৭ সাল।

কাণা কন্যায় নানা রোগ।

—০—

১২ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ২৬শে মে তারিখের কাগজ ছাপা হইতেই আমাদের ভাঙ্গা যন্ত্রটী আরও ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া ১৯শে ও ২৬শে জ্যৈষ্ঠের জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কাগজ মুদ্রনের কোনও উপায় ছিলনা। নূতন যন্ত্র ক্রয় না করিলে আর উপায় নাই। প্রায়ই কসুর হইতেছে।

ভাঙ্গা কপাল কেবল ভাঙ্গে
এইত খেলার প্রহসন।
জ্বল্‌লে আগুন দ্বিগুণ জ্বালে
গুণমণি প্রভঞ্জন।

আমাদেরও ভাঙ্গা কপাল প্রায়ই ভাঙ্গিতেছে। এখন ভরসা কেবল গ্রাহকগণের সহানুভূতি।

—০—

কমিশনর সাহেব।

—:০:—

গত সপ্তাহে আমাদের প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার সাহেব জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিয়া ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জের বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার দ্বারা পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ মেকেঞ্জি হলে এক সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় সহরের যাবতীয় গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বালিকাগণ মৃদু মধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করার পর প্রেসিডেণ্ট স্কুলের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে কতিপয় মহোদয় ইংলণ্ডীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। কমিশনর সাহেবও ইংরাজীতে বেশ বলিয়া ছিলেন। তিনি আগামী পারিতোষিক বিতরণে নিজে ২০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমাদের জঙ্গিপুরের সাবডেপুটী কলেকটারের কনিষ্ঠ সহোদর সুললিত সঙ্গীতে এই সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

কমিশনর সাহেব বাহাদুর তৎপরে ফৌজদারী আদালত, মিউনিসিপ্যাল অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া এক উদ্যান সম্মীলনীতে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত ভজহরি নাথ মহাশয়ের আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া স্থানীয় নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শন করিয়া সস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার জঙ্গিপুরে অবস্থান কালে সহরের ছোট বড় অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

—০—

অকাল নির্ব্বাচন।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ৫নং ওয়ার্ডের অন্যতম কমিশনার বাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের পর এতদিন উক্ত পদ খালি ছিল। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ঘোষণা করিয়াছেন—আগামী ২৮শে জুলাই ৫নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবে। পদপ্রার্থীগণ তৎপর হউন। আগামী ৬ই জুলাই দরখাস্ত করিবার শেষ দিন। বিলম্বে হতাশ হইবেন। পূর্ণ তিন বৎসর পদমর্য্যাদা ভোগ করিতে না পারিলেও মাণিকের খানিক ভাল। ৫নং ওয়ার্ডের ভোট দাতৃগণ ক্যানভাসিঙের বিরক্তি উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ভাবী কমিশনারের আপনার দ্বারস্থ হইতে বিলম্ব নাই।

—০—

অকাল মৃত্যু।

—০—

ভারতের অদ্বিতীয় বাঙ্গালী ঔষধ ব্যবসায়ী ৺বটকৃষ্ণ পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূতনাথ পাল (যিনি ভুতি বাবু বলিয়া বিখ্যাত) অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের ঘরে যত প্রকার ঔষধ আছে তাহার সবগুলির চলিত মূল্য বর্ত্তমান হ্রাস বৃদ্ধির বাজারেও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার মত ব্যবসায় বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি সচারচর দেখা যায় না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কারবারের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। কাল পূর্ণ হইলে কে তাহাকে রাখিবে। যে বটকৃষ্ণ পালের ঘরের ঔষধ সেবন করিয়া কতশত লোক নিরাময় হইতেছে যাঁহার ঘরে কত চিকিৎসক বাঁধা আজ তাঁহার পুত্রের কোন ঔষধেই ফল করিল না।

'অন্তর ঝুলি টুট গেয়ী তো কৌন সিয়েগা দরজী।'

আমরা ভগবৎ সমীপে পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি সহ শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

—০—

বৃদ্ধের বিবাহ বিভ্রাট।

—০—

পত্রান্তরে প্রকাশ—বগুরা জেলার অন্তর্গত কালিয়াকৈর গ্রামে বৃদ্ধ রাধারমণ সাহা নামে জনৈক ধনী গৃহস্থের বাস। পুত্র রামলালের বয়স ৪৫ বৎসর; ৪।৫টী পৌত্রাদি বিদ্যমান। বড় পৌত্রের বয়স ১৫ বৎসর ও পৌত্রীর বয়স ১৭ বৎসর; বৃদ্ধের বয়স ৭২ বৎসর। এই কয়েকটী পুত্র ও পৌত্রাদি বর্ত্তমান সত্ত্বেও সে মুমূর্ষু কালে পৌত্রী সদৃশ একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল। বালিকার পিতা নাই; সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। অর্থলোভে ভ্রাতা শ্রীছাতুলাল সাহা ৪০০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়। বিবাহের দিন গত ৯ই বৈশাখ ছিল। বিবাহের দুই তিন পূর্ব্বে বালিকা যখন জানিতে পারে বরের বয়স ৭২ বৎসরের কম নহে, তখন সে এই বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু মেয়ের ভ্রাতাকে বশীভূত করিয়া মেয়ের আপত্তি সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক কার্য্যের প্রস্তাব হয়। পরিশেষে গ্রামের দুইজন সহৃদয় ভদ্রলোক শ্রীবিনোদলাল সাহা ও ডাক্তার শ্রীকেশবচন্দ্র সাহা কন্যাকে কোন প্রকারে স্থানান্তরিত করিয়া স্বার্থান্ধ পিশাচের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিনোদলাল সাহার উপর মোকদ্দমা রুজু করে। বর শ্রীরাধারমন সাহা ও শ্রীছাতুলাল সাহা উভয়ে ২০০৲ টাকার দাবিতে আর একটী মোকদ্দমা রুজু করে। মোকদ্দমা চলিতেছে।

—০—

পিয়নের বেতন বৃদ্ধি।

—০—

এই দুর্দ্দিনে সরকার আদালতের পিয়নগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া খুব সহৃদতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কার্য্যকাল অনুসারে মাসিক ১৩৲ টাকা, ১৪৲ ও ১৫৲ টাকা বেতন ধার্য্য হইয়াছে। কেরাণী বাবুদের যে বেতন দেওয়া হয়, তাঁহাতে তাহাদের ইজ্জৎ রাখা দায় হইয়াছে। পেটের দায়ে টাকাটা সিকেটা না লইয়া পারেন না বলিয়া তাঁহারা কলঙ্কের ডালি বহন করিতেছেন। আশা করি সরকার এই সকল অল্প বেতনের ভদ্র সন্তানগণের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি করিবেন। উপরি পাওনাটা খুব সুখের নহে। অনেক সময় অভাবের তাড়নায় চারি আনা আট আনা লইয়া খুব দায়িত্বের কাজ করিয়া অনেককে সশঙ্কিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হয়। সচ্ছলতার সহিত দিন চলিলে অনেক ভদ্র সন্তানের এই কুকার্য্য না করিবারই সম্ভব।

—০—

তাজ্জবের কথা।

—০—

মার্কিন মুলুকের সকলই অদ্ভুত, সকলই তাজ্জব। সম্প্রতি সেখান হইতে একটী মেয়ের খবর আসিয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। মেয়েটির বয়স যখন চারি বৎসর, তখন সে ভার্জ্জিলের লাটিন ভাষার কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিল। নয় বছর যখন তাহার বয়স, তখন তাহাকে লেল্যাণ্ড ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া

দেওয়া হয়। এখন সে সাহিত্য চর্চ্চায় এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে যে, মার্কিন মুলুকের লোক তাহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। বয়স তাহার এখন সতেরর বেশী হয় নাই। এই বয়সেই সে ১৭খানি বই লিখিয়াছে। দশ হাজারের বেশী কবিতা সে রচনা করিয়াছে। মেয়েটীর একখানা রোজনামচা বই আছে; সেই বইখানি সে দুই বৎসর হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আরও গুণ আছে। সে ১৭টী ভাষা জানে; অনেকগুলি কাগজে সে নিয়মিত লিখিয়া থাকে। অভিনয়ে নায়িকা সাজে এবং বক্তৃতাও বেশ দিতে পারে। তাহার যখন এক বৎসর বয়স, তখনই তাহার কথা বেশ স্পষ্ট হইয়াছিল এবং লোকে সে সব কথা বেশ বুঝিতে পারিত। দুই বছর বয়সে সে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। চার বছর বয়সে মেয়েটী তার বাপ-মায়ের সঙ্গে নানা দেশ বেড়াইয়া আসিয়াছিল। এই সময় সে লাটিন ভাষায় একটা বই অনুবাদ করে, এবং তা ছাড়া কয়েকটা সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী সে লিখিয়াছিল। পাঁচ বছর বয়সে বার্লিন সহরে সে অনেক পড়াশুনা করিয়াছিল। মণ্টরিয়েল ও নিউইয়র্কের অনেক হাসপাতালে আহত ও অক্ষম সৈনিকদিগের সেবা দুই বৎসর ধরিয়া করিয়াছিল। মেয়েটীর নাম মিস ষ্টোনার। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। সাধারণ মেয়ে মানুষদের মত এই ষ্টোনার দুর্ব্বল বা ক্ষীণদেহ নয়। ইহার দেহের উচ্চতা প্রায় চার হাত ও ওজন দেড় মনের কিছু বেশী। সম্প্রতি একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বচসা হওয়ায় সে রাগিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। মেয়েটী কাগজে লিখিয়া ও বই রচনা করিয়া সপ্তাহে ২৫০৲।৩০০৲ টাকা উপার্জ্জন করে। কুমারী বলিতেছে, এইবার বিবাহ করিব, ঘর-সংসার পাতিব, স্বামীকে কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয় তা দেখাইব এবং ছেলে মেয়েদের খুব বুদ্ধিমান করিয়া গড়িয়া তুলিব। অদ্ভুত বুদ্ধিমতী মেয়ে!

—:০:—

আষাঢ়ে চাষার খেদ।

গেলরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠি
আজও দেশে অনাবৃষ্টি
লয় বুঝি হয় সৃষ্টি
শনির প্রবল দৃষ্টি
পড়িল এবার বুঝি মোদের উপর।
আছে রাজা মহাজন,
পুত্র কন্যা পরিজন,
এদের যা প্রয়োজন
অন্ন বস্ত্র আয়োজন
কেমনে করিব প্রাণ কাঁপে থর থর।
কি করিলে ভগবান
না করিলে জলদান
হবেনা জমিতে ধান
রবেনা চাষার প্রাণ
না খেয়ে এবার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।
মহাজন জাঁকাইবে,
জমিদার হাঁকাইবে,
ছেলে পিলে কি খাইবে
ভিটে মাটী বিকাইবে
ধনে প্রাণে যাব মারা এই শুধু ভাবি।

[প্রকাশকাল : ১৫ জুন ১৯২০]

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়
বা
আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ।

২৯. নং ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এইবার এই কলেজ ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহার দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। সার আশুতোষ বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—দুইটী বিভাগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের জ্ঞান আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বিভাগে পড়িবার অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আদৌ জ্ঞান না থাকিলেও বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক কথায় যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা ঐ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা লয়। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের ইহা মাহেন্দ্র সুযোগ।

এই কলেজে আরও সুবিধা।

গুরুগৃহে কেবলমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু এই কলেজে গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন কথাচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশ বা লেকচার প্রদানে এবং শবব্যবচ্ছেদাদি পূর্ব্বক শিক্ষা দান করা হয়। অঙ্গ বিনিশ্চয়াবস্থা বা এনাটমী, দ্রব্যগুণ, রোগবিনিশ্চয় বা প্যাথলজি এবং শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ছাত্র শিক্ষার পন্থা যথেষ্ট সুগম করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ বহুসংখ্যক রোগী সমাগত হইয়া থাকে, এই জন্য ছাত্রগণের রোগী সন্দর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ। সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে এবং বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গ বা একদিকে ডাক্তারি ও অপর দিকে কবিরাজী শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক এক এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক হইতে পারিবেন। ইহারা যে গ্রামে চিকিৎসা করিবেন, সে গ্রামে আর কাটা-ফাড়া এবং পোয়াতি খালাসের জন্য ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইবে না। এরূপ ভাবে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার এই প্রথম সুযোগ,—ইহা স্বাপ্নাতীত ব্যাপার,—এই কলেজের অনুষ্ঠানে দেশে আবার 'চরক সুশ্রুতের' যুগ ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ নামক একখানি চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক মাসিক পত্র এই কলেজ হইতে বাহির হওয়ায় চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠেও ছাত্রগণ অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মাননীয় সার্জ্জন জেনারেল এডওয়ার্ডস এবং বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় বীটসন্ বেল এবং দেশের রাজা মহারাজা প্রভৃতি কলেজ পরিদর্শনে ইহার শিক্ষা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কলেজ সংলগ্ন "মেসে" ছাত্রদিগের থাকিবার স্থান, তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া হয়। শ্রাবণ হইতে এবার নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। মাসিক বেতন ৲ প্রবেশ ফি ৫৲ টাকা এক সঙ্গে ৬ মাসের বেতন দিতে হয়। এবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র লওয়া হইবে, এজন্য শীঘ্র আবেদন করুন।

কবিরাজ—শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন
এম এ, এম বি, প্রিন্সিপ্যাল।

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক।

—০—

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ প্রাথমিক গ্রাণ্ট ইন্ এড্ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য এক জন পাশ করা হেড-মিষ্ট্রেস্ (প্রধান শিক্ষয়িত্রী) আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা ও থাকিবার ঘর পাইবেক। শিক্ষয়িত্রী হিন্দু বিধবা হইলে ভাল হয়। নিম্ন আবেদন করিতে হইবেক। ৩০শে জুন দরখাস্ত করিবার শেষ দিন। ই, আই, রেলওয়ে কাটোয়া লাইনের জঙ্গিপুর রোড ষ্টেসন হইতে আড়াই মাইল দূর।

সেক্রেটারী
রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।

—০—

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলায় অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পাকপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহা এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৵০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১।০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ